ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
নবম বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১১/নভেম্বর ২০০৪

বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব : ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের উপর একটি সমীক্ষা

সাজেদা আক্তার*

Abstract: *In Bangladesh, although women constituted half of the population, women are victims of inequality, abuse, suppression, and exploitation. Women's access to political office is hampered historically by the belief that women cannot hold a difficult job. The concept of "women empowerment" in Bangladesh got a new twist when The Union Parishad (Second Amendment) Act 1997 was promulgated and the provisions were made for reservation of three seats for the women in each union parishad and direct election on those. Since then this is considered as the main means for the political empowerment of the women especially for the rural women. The present study, in this context, evaluates various processes by which the present union parishad system has opened the door for empowerment of women in the grass-root level. The study, although, found a significant improvement in women empowerment through direct elections and reservation of one third seats, there are a lot of other things to be done. The study thereby suggests some policy implications with respect to the problems the elected women members faced in performing their roles and responsibilities.*

ভূমিকা

স্থানীয় রাজনীতি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের বর্তমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক শাসনের ফলশ্রুতি। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় স্থানীয় সরকার কোন জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান ছিল না। ব্রিটিশ সরকার তাদের শাসনকার্যের সুবিধার্থে প্রথম পর্যায়ে স্থানীয় সরকারে মনোনয়নের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। শাসনকার্যে তৎকালীন ভারতীয়দের অধিকহারে অংশগ্রহণের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বিভিন্ন সময়ে সংস্কার সাধন করা হয় এবং মনোনয়নের পাশাপাশি জনগণের ভোটে সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। সেই সময় ভারতীয়দের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার স্থানীয় সরকারকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করাতে চেয়েছে বটে, কিন্তু রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব বা ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি এবং লক্ষণীয় যে, এই সময় স্থানীয় শাসন কাঠামোয় নারীদের অংশগ্রহণের জন্য নারীদেরও কোন প্রকার দাবী উপস্থাপন করতে দেখা যায়নি। তৎকালীন সমাজের বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় নারীর অংশগ্রহণকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেনি,

* প্রভাষক, লোক প্রশাসন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সেই সাথে রাষ্ট্রও পুরুষতন্ত্রের পক্ষ থেকে নারীকে রাজনীতির বাইরে রাখে। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন জোরদার হলে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও এগিয়ে আসে এবং নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাদের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। স্থানীয় শ্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণের প্রশ্নটিও ছিল অনুপস্থিত ও উপেক্ষিত।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির পর স্থানীয় শাসন কাঠামোয় সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদে প্রথমে মনোনয়নের মাধ্যমে ও পরবর্তী সময়ে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাতে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষদের ইচ্ছার অধীন থাকে। কেননা সমাজে নারীর যেমন অবস্থা রাজনীতিতেও নারীদের তেমন অবস্থা বজায় রাখার পক্ষে পুরুষতন্ত্র প্রবলভাবে কাজ করে। পুরুষতন্ত্রের এই প্রবল আধিপত্য থেকে নারীর উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বব্যাপী নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। আর এ জন্য সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাপী নারী সংগঠনসমূহের অধিকার প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণের এক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র তৈরী করে। এর ফলে ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের সরাসরি ভোটে নারীদের নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি হয়। স্থানীয় শাসন কাঠামোয় বিপুল সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণে নারী আন্দোলন কর্মী, উন্নয়ন সংগঠন ও সিভিল সোসাইটির পাশাপাশি গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব অধস্তন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে কোন ইতিবাচক ক্ষেত্র তৈরি করছে কি-না তা এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এলক্ষ্যে গবেষণা কর্মটিকে নিম্মোক্ত পাঁচটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে:

ক) মহিলা প্রতিনিধিদের কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য;

খ) মহিলা প্রতিনিধিদের সামাজিক অবস্থান;

গ) মহিলা প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক অবস্থান, অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব;

ঘ) ইউনয়ন পরিষদের কমিটি ব্যবস্থায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলা প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ও প্রতিবন্ধকতা; এবং

ঙ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ প্রতিনিধিদের সঙ্গে মহিলা প্রতিনিধিদের সম্পর্ক।

গবেষণার এলাকা নির্বাচন

এ গবেষণার জন্য রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী, দুর্গাপুর এবং বাগমারা থানার অন্তর্গত ৩০টি ইউনিয়ন পরিষদকে গবেষণার এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রত্যেক ইউনিয়নে ৩ জন করে সরাসরি নির্বাচিত মহিলা (৯০ জন) সদস্যকে গবেষণার উত্তরদাতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে নির্বাচিত ৯০ জন সদস্যের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্যাদি বিভিন্ন প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, জার্নাল, পুস্তক, থানা এবং জেলা নির্বাচনী অফিস, সংবাদপত্র ইত্যাদি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

(ক) মহিলা প্রতিনিধিদের কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য

বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থায় (ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা) সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের উপর কেন্দ্রীয় সরকার বেশকিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করেছে। বাংলাদেশ সরকার ইউনিয়ন পরিষদ আইন ও বিধিমালা, ১৯৮৩ সংশোধন করেন ১৯৯৩ সনের ২০ নং আইন দ্বারা। এই সংশোধিত আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহ গঠন করার কথা বলা হয়- ৭টি বিষয় পরিচালনা করার জন্য। বিষয় ৭টি হলো-

১. অর্থনৈতিক ও সংস্থাপন,
২. শিক্ষা,
৩. স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, মহামারী নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা,
৪. নিরীক্ষা ও হিসাব,
৫. কৃষি ও উন্নয়নমূলক কাজ,
৬. সমাজকল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার, এবং
৭. কুটির শিল্প ও সমবায়।

সংশোধিত আইন অনুযায়ী, স্ট্যাণ্ডিং কমিটি ইহার পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের মধ্য হইতে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করিবেন। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে সকল জেলা প্রশাসককে ২১শে মে, ১৯৯৮ তারিখে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ৩৮(১) ধারায় ৭টি স্ট্যাণ্ডিং কমিটির অতিরিক্ত আরো ৫টি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

১। এইসব কমিটি গঠিত হওয়ার ফলে তিনজন মহিলা সদস্যই একটি কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। এর ফলে পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে তাদের সমতা রক্ষিত হবে এবং তারা সংশ্লিষ্ট কমিটির আওতাধীন বিষয়ে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

২। থানা উন্নয়ন সহায়তা খাতের অর্থ ব্যয়ের জন্য প্রকল্প কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। ২১শে জুন, ১৯৯৮ তারিখে জারীকৃত এক পরিপত্র দ্বারা স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে থানা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, প্রতি ইউনিয়নে ২৫০০০ (পচিঁশ হাজার) টাকা মূল্যমানের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক

৮(আট)টি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত সার্কুলারের গঠন নিম্নলিখিতভাবে সংশোধন করা হয়েছে :

ক) একজন ইউপি চেয়ারম্যান/ সদস্য প্রতি অর্থবছরে ১ (এক) টির বেশি প্রকল্প কমিটির সভাপতি হতে পারবেন না।

খ) মহিলা সদস্যগণ অবশ্যই এক-তৃতীয়াংশ প্রকল্প কমিটির সভাপতি হবেন।

গ) যে সকল মহিলা সদস্য প্রকল্প কমিটির চেয়ারম্যান হতে পারবেন না। (এক-তৃতীয়াংশ কোটা নির্ধারণের কারণে) তাদেরকে প্রকল্প কমিটির সদস্য করতে হবে।

৩। ইউনিয়ন পর্যায়ে নলকূপের স্থান নির্বাচনের জন্য গঠিত কমিটি পুনর্গঠিত করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য নলকূপের স্থান নির্বাচন কমিটির সদস্য হবে। যেহেতু মহিলা সদস্যগণ প্রতি তিন ওয়ার্ডে একজন হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন সে জন্য এখানে ওয়ার্ড বলতে সেই তিনটি ওয়ার্ডের সবগুলোকেই বোঝানো হয়েছে।

৪। গ্রামাঞ্চলে বয়স্ক ভাতা প্রদানের উদ্দেশ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সদস্যকে সভাপতি করে কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়। উক্ত ওয়ার্ড কমিটিতে তিন ওয়ার্ড মিলে নির্বাচিত মহিলা সদস্যকে সহ-সভাপতি করা হয়। এই বিষয়ে স্থানীয় সরকার থেকে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইউনিয়ন পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ কমিটিতে পুরুষ ইউপি সদস্যকে সভাপতি এবং এক-তৃতীয়াংশ কমিটিতে মহিলা ইউপি সদস্যকে সভাপতি করা বাঞ্ছনীয় নচেৎ তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে।

৫। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির মহিলা কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিটিতে ইউপি মহিলা সদস্যকে সভাপতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়াও পল্লী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির মনিটরিং ব্যবস্থায় বিদ্যমান তিনজন মনিটরদের মধ্যে একজন মহিলা সদস্যকে মনিটর হিসেবে নিয়োগ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৬। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত বিদ্যমান বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ওয়ার্ড কমিটির এক-তৃতীয়াংশ মহিলা ইউপি সদস্যকে সভাপতি করার প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট বিভাগে বিবেচনাধীন রয়েছে। আশা করা যায় এ বিষয়ে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গৃহীত প্রকল্পের প্রকল্প কমিটির এক-চতুর্থাংশ কমিটির ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্যকে সভাপতি হিসেবে নিয়োগ করার বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে। মহিলা সদস্যগণ যে তিনটি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হয়েছেন সে তিনটি ওয়ার্ড নিয়ে গ্রাম সামাজিক উন্নয়ন কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি তিনটি

ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে জন্ম-মৃত্যুর পরিসংখ্যান সংগ্রহ, শিক্ষা বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, মৎস্য ও হাঁস-মুরগী পালন, কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নয়ন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে ভূমিকা পালন করবে। এই কমিটির সভাপতি হবেন ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য।

৭। ভিজিডি/ভিজিএফ কর্মসূচিতে দুঃস্থ মহিলাদের নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটিতে মহিলা সদস্যগণ সংযুক্ত এবং এই ভিজিডি/ভিডিএফ কার্ড, সরকারি ভাতা বিতরণের কাজগুলি মূলতঃ নারী সদস্যরা করে থাকেন।

উপর্যুক্ত কাজ ও দায়িত্বগুলো কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হলেও বাস্তবে অধিকাংশ মহিলা সদস্য এ সম্পর্কে অজ্ঞ। গবেষণা এলাকায় মহিলা সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে অধিকাংশ উত্তরদাত্রী বলেছেন যে, তাদের উপর নির্দিষ্টভাবে কি কি দায়িত্ব ও কর্তব্য দেয়া হয়েছে তা তারা জানেন না। আবার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, গবেষণা প্রতিবেদন, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা আয়োজিত নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক কর্মশালায় জানা যায় যে, মহিলা প্রতিনিধিগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা তাদের কিছু জানতে দেন না বলে অভিযোগ করেন। মহিলা প্রতিনিধিগণ বলেন- তাদের নানাভাবে হেয় করা হয়, কাজের সুযোগ দেওয়া হয় না। কমিটির সদস্যদের টাকা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে না দিলে মহিলা সদস্যদের কাজ হাতছাড়া হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যদের সই জাল করে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করেন। সংশ্লিষ্ট প্রশাসনও মহিলা প্রতিনিধিদের কাজে সাহায্য করে না বরং অসহযোগিতা করেন। আর এ কারণেই চেয়ারম্যান, পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটছে।

ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালনের জন্য যে নিয়মাবলী এবং কাজের তালিকা আছে তা নারী সদস্যরা সঠিকভাবে জানেন কি-না জানতে চাওয়া হয়। পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে দায়িত্বের প্রশ্নে তিনি কি কি দায়িত্ব পালন করছেন এবং কিভাবে দায়িত্ব পালন করবেন, সেই নিয়মাবলী সম্পর্কে নারী প্রতিনিধিরা কতটুকু অবগত আছেন সেই ধারণার মান যাচাই করার জন্য প্রশ্ন করা হয়, সারণি-১।

সারণি-১ : দায়িত্ব পালনের নিয়মাবলী ও কাজ সম্পর্কে ধারণা

স্তর	দায়িত্বে নিয়মাবলী(%)		নারী সদস্যদের কাজের তালিকা সম্পর্কে(%)	
	জানা আছে	জানা নেই	জানা আছে	জানা নেই
ইউনিয়ন পরিষদ	৪৪.৪৪	৫৫.৫৫	৪৬.৬৬	৫৩.৩৩

মহিলা সদস্য হিসেবে দায়িত্বের নিয়মাবলী জানা আছে কি-না প্রশ্ন করা হলে ইউনিয়ন পরিষদের উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৪.৪৪% বলেছেন জানা আছে, ৫৫.৫৫% বলেছেন জানা নেই। অর্থাৎ বেশীরভাগ সদস্যের জানা নেই। নারী সদস্যদের কাজের তালিকা সম্পর্কে জানা আছে কি-না প্রশ্নে ইউনিয়ন পরিষদের ৪৬.৬৬% বলেছেন জানা আছে এবং ৫৩.৩৩% বলেছেন জানা নেই।

যারা দায়িত্বের নিয়মাবলী ও কাজের তালিকা সম্পর্কে জানা নেই বলে উল্লেখ করেছেন তারা জানিয়েছেন- চেয়ারম্যান জানাননি, সরকার এ সম্পর্কিত কোন চিঠি বা কাগজ, নির্দেশাবলী পাঠাননি বা পাননি, কেউ বলেছে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের অসহযোগিতার কথা, কেউ বলেছেন চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা জানাতে চান না, জানতে চাইলেও বিষয়টি এড়িয়ে যান। যারা বলেছেন জানেন তারা উল্লেখ করেছেন নারী সদস্যরা কাজের এক-তৃতীয়াংশ পাবেন, উন্নয়ন কাজ, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যেমন- পরিবার পরিকল্পনা, টয়লেট ও নলকূপ স্থাপন, বৃক্ষরোপণ, হাঁস-মুরগী পালন, সাঁকো নির্মাণ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ রোধ, যৌতুক প্রদান না করা, রাস্তাঘাট নির্মাণ বিভিন্ন উন্নয়ন কমিটিতে জড়িত থাকার কথা। এ থেকে বোঝা যায় নারী সদস্যগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত ধারণা রাখেন না।

খ) মহিলা প্রতিনিধিদের সামাজিক অবস্থান

বাংলাদেশে বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমাজের প্রথা ও রীতিনীতি নির্ধারণ করে। নারীর বহির্জগতে বিচরণের উপর বিধি নিষেধ আরোপের মাধ্যমে সমাজে পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার প্রবণতা থেকেই মূলতঃ ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যগণের সালিশ বিচারসহ অধিকাংশ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত। তবে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ব্যাপক সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ নারী সমাজকে বিশেষ ভাবে আলোড়িত করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমসহ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের নারী সংগঠনগুলো সরকারের কাছে দাবী তুলে ধরেছে। বেসরকারি সংগঠনসমূহ তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে অন্তঃপুরে থাকা নারীদের বিশেষ করে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীদের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরীর প্রয়াস চালাচ্ছে। এই প্রক্রিয়া অব্যহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে স্থানীয় পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব বিকশিত হতে পারে।

ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণও নেতৃত্বের বিষয় নিয়ে আলোচনার মধ্যে তাদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে জানা অপরহার্য। এ-লক্ষ্যে নারী সদস্যদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বৈবাহিক অবস্থাসহ পারিবারিক ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা যাচাই এর জন্য প্রশ্ন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য নিম্নের সারণিতে দেখানো হল।

সারণি-২ : ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বৈবাহিক অবস্থা

স্তর	বয়স (%)						শিক্ষাগত যোগ্যতা (%)						বৈবাহিক অবস্থা (%)				
	১৮-২৫ বছর	২৬-৩৫ বছর	৩৬-৪৫ বছর	৪৬-৫৫ বছর	৫৬-৬৫ বছর	৬৬- বছর	নিরক্ষর	প্রাথমিক	এস,এসসি	এইচ,এস,সি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	অবিবাহিত	বিবাহিত	তালাকপ্রাপ্ত	বিধবা	অন্যান্য
ইউনিয়ন পরিষদ	১৩.৩	৫৭.৯২	২২.২২	৬.৬৬	-	-	-	৭০.০০	১৬.৬৬	১৩.৩৩	-	-	-	৮৬.৬৬	৮.৮৮	৪.৪৪	-

প্রশ্নমালায় উত্তরদাতার বয়স জানতে হাওয়া হলে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের ক্ষেত্রে ২৬-৩৫ বছর এর মধ্যে ৫৭.৯২% যা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক। ২য় স্থানে রয়েছে ৩৬-৪৫ বছরের ২২.২২% সদস্য, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ১৮-২৫ বছর বয়সী ১৩.৩% সদস্য। সারণিতে লক্ষণীয় যে, ২৬-৩৫ বছর বয়সের সদস্য সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

মহিলা প্রতিনিধিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রশ্নে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি ৭০%, এইচ.এস.সি পর্যায়ে ১৩.৩৩% এবং এস.এস.সি পর্যায়ে ১৬.৬৬% পড়াশোনা করেছেন বলে উত্তর দেন।

বৈবাহিক অবস্থার প্রশ্নে দেখা গেছে যে, ইউনিয়ন পরিষদের উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮৬.৬৬% বিবাহিত, তালাক প্রাপ্ত ৮.৮৮%, বিধবা ৪.৪৪%। সারণিতে লক্ষ্য করা যায় যে, বিবাহিত নারী সদস্যের সংখ্যা বেশি এবং অবিবাহিত কোন সদস্য নেই। এরা মূলতঃ স্বামী/পিতা বা পরিবারের ইচ্ছা পূরণে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের পারিবারিক অবস্থা জানার জন্য স্বামীর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত অবস্থান জানার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছিল যার উত্তর নিম্নের সারণিতে সাজানো হয়েছে।

সারণি-৩ : মহিলা প্রতিনিধিদের স্বামীর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা

স্তর	বয়স (%)						শিক্ষাগত যোগ্যতা (%)						পেশা (%)				
	১৮-২৫ বছর	২৬-৩৫ বছর	৩৬-৪৫ বছর	৪৬-৫৫ বছর	৫৬-৬৫ বছর	৬৬- বছর	নিরক্ষর	প্রাথমিক	এস,এসসি	এইচ,এস,সি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	অবিবাহিত	বিবাহিত	তালাকপ্রাপ্ত	বিধবা	অন্যান্য
ইউনিয়ন পরিষদ	-	২০.০০	৬৬.৬৬	১০.০০	৩.৩৩	-	-	৬৮.৮৮	২৪.৪৪	২.২২	৪.৪৪	-	৭.৭৭	৩২.২২	৩৮.৮৮	২১.১১	-

নারী সদস্যদের স্বামীর বয়স প্রশ্নের উত্তরে- ইউনিয়ন পরিষদের উত্তরদাতাদের মধ্যে ২০% উত্তরদাতা ২৬-৩৫ বছর, ৬৬.৬৬% উত্তরদাতা ৩৬-৪৫ বছর এবং ১০% উত্তরদাতা ৪৬-৫৫ বছর বয়সী বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, ৬৬.৬৬% নারী সদস্যের স্বামীগণ ৩৬-৪৫ বছর পর্যন্ত বয়সী। এদের সংখ্যাই বেশি অর্থাৎ বেশিরভাগ মহিলা প্রতিনিধির স্বামী মাঝ বয়সী।

শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রশ্নে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যের ৬৮.৮৮% বলেছেন প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা, ২৪.৪৪% এস.এস.সি বা সমমান পর্যায়ের শিক্ষা, ২.২২% এইচ.এস.সি বা সমমানের পর্যায়ের শিক্ষার কথা বলেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, মহিলা সদস্যের স্বামীর বেশিরভাগ প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত। উল্লেখ্য যে, স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতা আরেকটু উচু পর্যায়ের হলে ভাল হতো।

ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা প্রতিনিধিদের স্বামীর পেশাগত প্রশ্নে ইউনিয়ন পরিষদের উত্তরদাতাদের ৭.৭৭% বলেছেন বেকার, ৩২.২২% বলেছেন চাকুরী, ৩৮.৮৮% বলেছেন কৃষি, ২১.১১% বলেছেন ব্যবসা বলে উল্লেখ করেছেন। এ সারণিতে লক্ষণীয় যে, বেশিরভাগ নারী সদস্যের স্বামীর পেশা কৃষি।

বেসরকারি সংস্থা ম্যাস্ লাইন মিডিয়া সেন্টার তাদের এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে সরাসরি নির্বাচনের ফলে অনেক অশিক্ষিত ও নিচু স্তরের নারীরা নির্বাচিত হয়ে এসেছে। শিক্ষিত ও সামাজিকভাবে যোগ্য বা সভ্রান্ত পরিবার থেকে নারীরা এগিয়ে আসছেন না। এটি একটি নেতিবাচক দিক। উচ্চ শিক্ষিত ও সভ্রান্ত পরিবার থেকে নারীরা এগিয়ে এলে নারীর ক্ষমতায়নে সমাজের প্রভাবশালীদের সহযোগিতা পাওয়া যেত। নারী প্রতিনিধিদের এই অল্প শিক্ষিত ও দরিদ্র হওয়ার জন্য সমাজের কছে হেয় হতে হয়, এমনকি তাদেরকে কটূক্তি ও আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়। পাশাপাশি আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, নির্বাচনের পূর্বে ভোট চাইতে গিয়ে মহিলা প্রার্থিরা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূরণ করতে না পারায় সমাজের কাছে ছোট হতে হচ্ছে।

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনকালীন এলাকাবাসীর / ভোটারের কাছে মহিলা প্রতিনিধিরা কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কি-না, দিলে কি কি এবং নির্বাচিত হবার পর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে কি-না এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। মহিলা প্রতিনিধিদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তা জানার জন্য এ প্রশ্ন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নের সারণি সাজানো হয়েছে।

সারণি-৪ : নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়ন

স্তর	নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি (%)			প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে (%)		
	হ্যাঁ	না	মন্তব্য করেননি	হ্যাঁ	না	মন্তব্য করেননি
ইউনিয়ন পরিষদ	৯৯.২২	৫.৫৫	২.২২	১০.০০	৮৪.৪৪	৫.৫৫

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের পূর্বে উত্তরদাতাগণ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কি-না এ প্রশ্নের উত্তরে ইউনিয়ন পরিষদের উত্তরদাতাদের ৯২.২২% বলেছেন হ্যাঁ, ৫.৫৫% বলেছেন না এবং ২.২২% উত্তরদাতা এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি।

যারা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তারা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পেরেছেন কি-না এ প্রশ্নের উত্তরে ইউনিয়ন পরিষদের উত্তরদাতাদের মধ্যে ১০% হ্যাঁ, ৮৪.৪৪% না এবং ৫.৫৫% কোন মন্তব্য করেননি। অর্থাৎ সদস্যরা বেশিরভাগই জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেননি, পুরুষ সদস্য ও চেয়ারম্যানের প্রত্যক্ষ অসহযোগিতার জন্য। যারা পেরেছেন, তাও আংশিক যেমন- বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা বিতরণ, ত্রাণ বণ্টন, টিউবওয়েল, কালভার্ট, রাস্তা নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার, নারী নির্যাতন রোধ ইত্যাদি।

যে সকল মহিলা প্রতিনিধি জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে সক্ষম হননি তারা এলাকাবাসীর সামনে অপদস্থ হচ্ছেন, অনেক কটূক্তি সহ্য করছেন, অনেকে আবার শারীরিক নির্যাতনের হুমকি পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। অনেকে আক্ষেপ করে বলেছেন এতে তারা সামাজিকভাবে হেয় হচ্ছেন।

মহিলা প্রতিনিধিদের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ যে বরাদ্দ দেয় তা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় কম কারণ একজন পুরুষ সদস্য মাত্র একটি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হয়, তার এলাকা অপেক্ষাকৃত ছোট, লোকসংখ্যাও কম কিন্তু মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হন তিনটি ওয়ার্ডের ভোটারদের ভোটে, মহিলা প্রতিনিধির এলাকা বড়, লোকসংখ্যা বেশি, চাহিদাও বেশি, সঙ্গত কারণে মহিলা প্রতিনিধিদের কাছে সাহায্য চাইতে বেশি লোকজন আসে। তাদের সাহায্য করতে না পারলে মহিলা প্রতিনিধিদের নানা কথা শুনতে হয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বে মহিলা প্রতিনিধিদের পরিবারের লোকজন মনে করেছিল যে, নির্বাচনে জয়লাভের পর তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে কিন্ত নির্বাচনের পর তাদের আর্থিক উন্নতি না হওয়া, নির্বাচিত হওয়ার পর মহিলা প্রতিনিধির পরিবারের বাইরে বেশি সময় ব্যয় করা, মহিলা প্রতনিধি নানা ধরনের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া এবং নির্বাচনের পূর্বে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না পারায় মহিলা প্রতিনিধির উপর পরিবারের লোকজন বিরক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ মহিলা প্রতিনিধির দ্বারা আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে না আসার কারণে পরিবারে বা সমাজে মহিলা প্রতিনিধির যে মর্যাদা তৈরী হওয়ার কথা তা হয়নি।

গ) মহিলা প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক অবস্থান, অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব

বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনগুলোতে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সময় সরাসরি রাজনৈতিক দল থেকে মনোনীত হননি। যেমনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সময় সরাসরি রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনয়ন লাভ করেন এবং নির্বাচনে প্রার্থী হন। তথাপি বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধি কোন না কোন দলের

কর্মী বা সমর্থক। যেহেতু রাজনীতি জীবনঘনিষ্ঠ এবং কেউই রাজনীতির বাইরে নয়। অর্থাৎ কোন না কোন ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে থাকে, তাই মহিলা প্রতিনিধিগণও স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। কেউ নিজ থেকে রাজনৈতিক দলের সমর্থক বা কর্মী, কেউবা বাবা কিংবা স্বামীর রাজনৈতিক সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে সমর্থক এবং এভাবেই তারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে।

আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়েও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ক্রিয়াশীল। ফলে ইউনিয়ন পরিষদে প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর আর্শীবাদপুষ্ট না হলেও বেশিরভাব ক্ষেত্রে নির্বাচনে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থী কোন না কোন দলের কর্মী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। আর এটাই বাস্তবতা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ ঘটনা ঘটেছে। এর যেমন কিছু সুবিধা আছে তেমনি অসুবিধাও রয়েছে। মহিলা প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক অবস্থান, অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দানের বিষয়ে স্থানীয় প্রভাবশালীদের নিয়ন্ত্রণও রয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের পেছনে কাদের সক্রিয় আগ্রহ ছিল এবং কারা তাদের নির্বাচিত হওয়ার পেছনে প্রচার-প্রচারণার কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন অর্থাৎ কার প্রভাবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন তা জানার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নের সারণিটি সাজানো হয়েছে।

সারণি-৫ : কার ইচ্ছায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও কারা নির্বাচনী প্রচার সহযোগী

স্তর	কার ইচ্ছায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ (%)						নির্বাচনী প্রচার ও অন্যান্য কাজে সহযোগী (%)					
	নিজের	স্বামীর	পরিবারের	এলাকাবাসীর	রাজনৈতিক দলের	একাধিক উৎস	পরিবার	আত্মীয় স্বজন	প্রতিবেশী	রাজনৈতিক দল	বিশিষ্ট ব্যক্তি	একাধিক উৎস
ইউনিয়ন পরিষদ	২২.২২	১৬.৬৬	১২.২২	৮.৮৮	১২.২২	২৮.৮৮	২৪.৪৪	১৬.৬৬	৬.৬৬	৪.৪৪	৬.৬৬	৪৮.৮৮

ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা প্রতিনিধিরা কার ইচ্ছয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন এ প্রশ্নের উত্তরে ইউনিয়ন পরিষদের উত্তরদাতাদের মধ্যে ২২.২২% নিজের, ১৬.৬৬% স্বামীর, ১২.২২% পরিবারের, ৮.৮৮% এলাকাবাসীর, ১২.২২% রাজনৈতিক দলের এবং সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা ২৮.৮৮% একাধিক উৎসের কথা বলেছেন। তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নিজের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছেন।

অপরদিকে নির্বাচনী প্রচারণার কাজে কে বা কারা আপনাকে সহযোগিতা করেছেন এ

প্রশ্নের উত্তরে ইউনিয়ন পরিষদের উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৪.৪৪% পরিবার, ১৩.৩৩% আত্মীয়-স্বজন, ৬.৬৬% প্রতিবেশী, ৪.৪৪% রাজনৈতিক দল, ৩.৩৩% বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ৪৭.৭৭% একাধিক উৎসের কথা উল্লেখ করেছেন।

তবে মোজাম্মেল হক ও কে.এম. মহিউদ্দিন তাঁদের এক গবেষণামূলক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ইউনিয়ন পরিষদের ৩৫ জন (মহিলা সদস্য) উত্তরদাতাদের একটি বৃহৎ অংশ ২০ জন (৫৭.১৪%) বাংলাদেশী আওয়ামী লীগ-কে সমর্থন করেন। তাদের মধ্যে স্বামী কর্তৃক প্রভাবিক হয়ে উক্ত রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেন ১২ জন (৬০%), পিতা ও পরিবার কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে সমর্থন করেন মোট ৪ জন (২০%) এবং নিজের ইচ্ছায় সমর্থন করেন ৪ জন (২০%)। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থক ৮ জনের মধ্যে ৫ জন (৬২.৫%) স্বামী কর্তৃক প্রভাবিত এবং ১জন (১২.৫%) নিজের ইচ্ছায়, ২ জন (২৫%) পিতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমর্থন করেন। পিতা কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেন এমন ৪ জন (৫০%) উত্তরদাতার মধ্যে ৪ জনেরই স্বামী এবং পিতার রাজনৈতিক আদর্শ একই রকম। ৬ জন উত্তরদাতা কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেন না। ৩ জন উত্তরদাতার স্বামী, পিতা কিংবা পরিবারের অন্য কেউ কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক কি-না জানা যায়নি। ১ জন উত্তরদাতার রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায়নি। এমনও দেখা গেছে উত্তরদাতা বিয়ের পূর্বে যে রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করতেন, বিয়ের পর তিনি তার পূর্ব পছন্দের দলের পরিবর্তে স্বামী যে দলের সমর্থক সে দলকেই সমর্থন করেন। এতএব এ বিষয়ে একটি উদাহরণ মেলে যে, মহিলা প্রতিনিধিদের উপর নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে সমর্থন ও সার্বিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণে পুরুষের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারীদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করার ফলে জনকর্মকাণ্ডে বিশেষতঃ রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণ পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বেড়েছে। কিন্তু পরিবারে ও সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্যমূলক সম্পর্ক বিরাজমান তা পরিবর্তনের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেই এ কথাও সত্য। নারী প্রশ্নে পুরুষের 'প্রেজুডিস' বদলের উদ্যোগ নিয়ে রাষ্ট্র পুরুষদের নিষ্ক্রিয় করতে চায় না। অন্যদিকে এ কথাও ঠিক যে, সুবিধাভোগী শ্রেণীর কিছু নারী এসব রাষ্ট্রীয় কর্মসূচির ফলে দরুণ লাভবান হন। এছাড়া এ সব নারী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছেন বলে তাঁরাও সনাতনী মূল্যবোধ দ্বারা নিপিড়িত হন। কারণ একই সঙ্গে নারী নেতৃবৃন্দকে অনুগত, দুর্বল, পরনির্ভরতা গুণ যেমন প্রদর্শন করতে হয়, তেমনি বুদ্ধিমত্তা, গতিশীলতা, ব্যক্তিত্বও তুলে ধরতে হয়। ঘরের বাইরে তাদেরকে পুরুষের কর্তৃত্ব মানতে হয়। তা না হলে তাঁদের ভাল মহিলা হিসেবে দেখা হয় না এবং যথেষ্ট ভাল মহিলা না হলে জন্য ভোটে হারতে হবে, এমনকি নিজ পরিবারের ও আত্মীয় স্বজনের কাছে নিন্দার পাত্র হতে হবে বলে নারী নেতৃদের অনেক কথা এবং কাজের ক্ষেত্রে খুব সংযত হতে হয়। পাশাপাশি 'পাবলিক স্পেস' ব্যবহারে অভ্যস্ত ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ না করায় রাজনীতির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় কৌশল ব্যবহার,

যোগাযোগ ইত্যাদিতে নারী নেতৃগণ পিছিয়ে পড়েন। সময়, বিশেষত দীর্ঘ সময়, রাত ও স্থানের ব্যাপারে নারী প্রতিনিধিদের সমস্যা থাকায় সিদ্ধান্ত ও নীতি নির্ধারণের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে তারা বঞ্চিত হন। তাছাড়া রাজনীতির ধারা পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলে নারীদের যে চিরাচরিত গুণাবলী তা দিয়েও নারীরা রাজনীতির ধারা বদলাতে সক্ষম হচ্ছেন না। আবার পুরুষ নিয়ন্ত্রিত যে ধারা বিরাজমান তাকেও শক্তিশালী করছেন না। এসব কারণে স্থানীয় শ্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ ইতিবাচক ও গুণগত প্রভাব ফেলার পথে বাধাগস্ত হচ্ছে।

ঘ) ইউনিয়ন পরিষদের কমিটি ব্যবস্থায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলা প্রতিনিধির অংশগ্রহণ ও প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থার ইউনিয়ন পরিষদের অভ্যন্তরে ক্ষমতা চর্চা ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিষদের বিভিন্ন কমিটিতে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ এবং কাজ করার সমতা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। ব্রিটেন, ভারত, সুইডেনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে স্ট্যাণ্ডিং ও এডহক কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে বাংলাদেশে পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন স্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করার বিধান রয়েছে। কমিটি সাধারণত কোন নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য গঠিত হয় এবং তা সম্পাদনে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারে, যা ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে সম্ভব নয়। কমিটি এর কার্যক্রমের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। ১৯৯৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধনী আইনে ৭টি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করার বিধান ছিল। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ ২১শে মে ১৯৯৮ তারিখে এক পরিপত্রে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ৩৮(২) (সংশোধিত) ধারা অনুযায়ী পূর্বের ৭টি স্ট্যাণ্ডিং কমিটির অতিরিক্ত আরও ৫টি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠনের নির্দেশ প্রদান করে। পরিপত্রে নারী সদস্যগণকে পরিষদের কার্যক্রমে অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদে নিম্নোক্ত ১২টি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। যথা-

১। অর্থ ও সংস্থাপন
২। শিক্ষা,
৩। স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, মহামারী নিয়ন্ত্রণ এবং পয়ঃপ্রণালী,
৪। নিরীক্ষা ও হিসাব।
৫। কৃষি ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ,
৬। সমাজকল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার
৭। কুটির শিল্প ও সমবায়,
৮। নারী ও শিশু কল্যাণ

৯। মৎস্য ও পশুপালন
১০। বৃক্ষরোপণ,
১১। ইউনিয়ন পূর্ত কর্মসূচি এবং
১২। সার্বিক স্বাক্ষরতা (গণশিক্ষা)।

এছাড়া সরকার ইউনিয়ন পরিষদকে অতিরিক্ত স্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠনের ক্ষমতা প্রদান করেছে এবং তদনুসারে ইউনিয়ন পরিষদে বর্তমানে নয়টি অতিরিক্ত স্ট্যাণ্ডিং কমিটি রয়েছে, এগুলো হলো- (১) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি। (২) চোরাচালান ও কালোবাজার প্রতিরোধ কমিটি ((৩) সামাজিক বনায়ন কমিটি (৪) পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন (৫) হাট ও বাজার ব্যবস্থাপনা (৬) ইউনিয়ন টেন্ডার কমিটি (৭) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (৮) ভি.জি.ডি প্রকল্প বাস্তবায়ন (৯) সামাজিক উন্নয়ন।

মহিলা সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত বিভিন্ন কমিটির সদস্য কি-না এ প্রশ্নের উত্তরে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নের সারণিতে প্রদান করা হলো-

সারণি-৬ : কমিটি ব্যবস্থায় মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণ

কমিটি	উত্তরদাতা (%)
শিক্ষা	৮৬.৬৬
অর্থ-ব্যবস্থাপনা	৩.৩৩
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	১১.১১
নারী নির্যাতন	৫১.১১
কালোবাজার প্রতিরোধ	৫.৫৫
হাট বাজার নিয়ন্ত্রণ	৬.৬৬
গণশিক্ষা	৭.৭৭
মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ	৩.৩৩
কুটির শিল্প ও সমবায়	২.২২
সামাজিক উন্নয়ন	১৫.৫৫
ত্রাণ বিতরণ	১৭.৭৭
বৃক্ষরোপণ	৪.৪৪

সারণি অনুসারে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮৬.৬৬% শিক্ষা কমিটি সদস্য। তারা বলেন তাদেরকে শিক্ষা কার্যক্রম তদারকি, বই বিতরণ এবং সরকারি বৃত্তির কাজ দেখাশোনা করতে হয়। ৫১.১১% নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, যারা নির্যাতিত

নারীদের আইনী সহায়তা নেয়ার জন্য সুপারিশ প্রদান করেন। কখনও কখনও যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে যান। এছাড়া নারী প্রতিনিধিরা অর্থ-ব্যবস্থাপনা (৩.৩৩%), স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা (১১.১১%), কালোবাজার, চোরাচালান প্রতিরোধ (৫.৫৫%), হাট বাজার নিয়ন্ত্রণ (০৬.৬৬%), গণশিক্ষা (৭.৭৭%), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (৩.৩৩%), কুটির শিল্প ও সমবায় সমিতি (২.২২%) সামাজিক উন্নয়ন (১৫.৫৫%), ত্রাণ বিতরণ (১৭.৭৭%) এবং বৃক্ষরোপণ (৪.৪৪%) কমিটির সদস্য।

এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন রকম খাদ্য সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ভি.জি.ডি. ও ভি.জি.এফ প্রকল্প, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। ইউনিয়ন পরিষদের নারী প্রতিনিধিরা এসব কমিটির সাথেও যুক্ত। গবেষণা এলাকায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় ১২%, ৩৪%, ৬৩%, ৬৬.৬৬% নারী সদস্য যথাক্রমে রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, ভিজিএফ এবং ভিজিডি প্রকল্পের সাথে জড়িত রয়েছেন।

পরিষদের সভায় মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণ

ইউনিয়ন পরিষদের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াটি হলো পরিষদের সভা। ইউনিয়ন পরিষদের সভায় সাধারণ ও বিশেষ এ দু'ধরনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সকল সভায় সভাপতিত্ব করে থাকেন। তবে চেয়ারম্যান অনুপস্থিত থাকলে সদস্যরা তাদের মধ্য থেকে একজন সদস্যকে সভা পরিচালনা করার দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন। সাধারণ অধিবেশন মাসের নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠিত হয়, বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্য চেয়ারম্যানকে সভা অনুষ্ঠানের ৭ দিন পূর্বে সদস্যদের নিকট বিষয়সূচিসহ চিঠি পাঠাতে হয়। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এ ৩৭ নং ধারা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (যেমন- কর আরোপ, বাজেট, কৃষি, শিল্প ও সমাজ উন্নয়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা, চুক্তি প্রণয়নের পদ্ধতি ও ব্যয় অনুমোদন) পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যরা সভা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে নিয়মিত উপস্থিত থাকে কি-না, না থাকলে কেন থাকেন না, মাসে কয়টা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং গত ১ বছরে কতগুলো সভায় অংশগ্রহণ করেছেন ইত্যাদি বিষয়ে উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়। পরিষদের সদস্যদের প্রধান কাজ হলো নিয়মিত সভা ও পরিষদের বিভিন্ন প্রকার কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা। এই কাজটি তারা ঠিকমত করেন কি-না, না করলে কেন করেন না তা জানার জন্য চেষ্টা করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যে পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নের সারণিটি সাজানো হয়েছে।

সারণি-৭ : সভা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ

স্তর	সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকেন কি (%)		মাসে কয়টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। (%)					গত ১ বছরে কতগুলি সভায় অংশগ্রহণ করেছেন (%)							
	হাঁ	না	১-৩	৪-৬	৭-৯	১০-১২	উত্তর দেননি	১-১৫	১৬-৩০	৩১-৪৫	৪৬-৬০	৬১-৭৫	৭৬-৯০	তদূর্ধ্ব	উত্তর দেননি
ইউনিয়ন পরিষদ	৮৮.৮৮	১১.১১	৮৪.৮৪	৭.৭৭	-	-	৬.৬৬	৭৭.৭৭	১২.২২	-	-	-	-	-	৩.৩৩

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের উত্তরদাতাদের মধ্যে সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকেন বলেছেন ৮৮.৮৮% এবং নিয়মিত থাকেন না বলেছেন ১১.১১%, যারা থাকতে পারেননি বলেছেন- তার কারণ হিসেবে নিজের বা পরিবারের কারো অসুস্থতা, কখানো কখনো স্বামীর অনুমতি না পাওয়া, কেউ কেউ বলেছেন চেয়ারম্যানের সহযোগিতা না পাওয়া, সভার খবর জানানো হয় না, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নারী সদস্যর মতামত না শোনা, গুরুত্ব না দেয়া ইত্যাদি।

মাসে কয়টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এ প্রসঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদের উত্তরদাতাদের ৮৪.৮৪% বলেছেন ১-৩টি, ৮.৮৮% বলেছেন ৪-৬টি, ৭.৭৭% বলেছেন ৭-৯টি। গত ১ বছরে কতগুলি সভায় অংশগ্রহণ করেছেন প্রশ্নে ৬.৬৬% বলেছেন ১-১৫, ৭৭.৭৭% বলেছেন ১৬-৩০টি, ১২.২২% বলেছেন ৩১-৪৫, এবং ৩.৩৩% কোন উত্তর দেননি। এখানে দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ ইউ.পি মহিলা সদস্য ১৬-৩০টির মত সভায় অংশগ্রহণ করেছেন।

ইউনিয়ন পরিষদের সভায় সদস্যদের ভূমিকা

ইউনিয়ন পরিষদের সভায় উপস্থিতি এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ মহিলা প্রতিনিধিগণকে এলাকার সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানে সাহায্য করে থাকে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অধিকাংশ নারীসদস্য সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। যারা সভায় অংশগ্রহণ করে তারা কি ধরনের ভূমিকা পালন করে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য নিম্নের সারণিতে দেখানো হয়েছে।

সারণি-৮ : ইউনিয়ন পরিষদের সভায় সদস্যদের ভূমিকা

ভূমিকা	হ্যাঁ (%)	না (%)
১। স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং আলোচনা	৯১.১১	৮.৮৮
২। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ	১৭.৭৭	৮২.২২
৩। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ	২২.২২	৭৭.৭৭
৪। নারী উন্নয়ন ইস্যু উত্থাপন	৩৫.৫৫	৬৪.৪৪
৫। সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্তি প্রদর্শন ও প্রতিবাদ করা	৬৮.৮৮	৩১.১১

উপরের সারণিতে দেখা যায় ৯১.১১% নারী সদস্য স্থানীয় সদস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধানের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তারা বলেছেন তারা তাদের নির্বাচনী এলাকা প্রদর্শন ও জনগণের সাথে যোগযোগ করে সমস্যা চিহ্নিত করেন এবং সভায় আলোচনা করে তা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আবার দেখা যায় ১৭.৭৭% নারী সদস্য চেয়ারম্যান ও মেম্বারদেরকে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হন। অন্যদিকে দেখা যায় নারী প্রতিনিধিদের একটা বিশাল অংশ (৭৭.৭৭%) উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করতে পারে না। আবার দেখা যায় মাত্র ৩৫.৫৫% নারী সদস্য এলাকার নারী উন্নয়নভিত্তিক বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারে, ৬৮.৮৮% নারী সদস্য সভায় বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে যুক্তি প্রদর্শন করতে পারে এবং চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের একপেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিবাদ করে, যা স্থানীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পুরুষ সদস্যরা তাদের মতামতের কোন মূল্যায়ন করে না বলে নারী সদস্যরা অভিযোগ করেছেন।

ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট, ত্রাণ ও উন্নয়নখাতে সম্পদ বণ্টনে মহিলা প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থার স্তর ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা। দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার কার্যাবলীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। পাশাপাশি ত্রাণ ও উন্নয়ন খাতে সম্পদ বণ্টন করে থাকে। উপরোক্ত কার্যাবলীতে মূলতঃ পরিষদের সকল সদস্যদের অংশগ্রহণ থাকা প্রয়োজন। বাজেটের অর্থ মূলতঃ সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত এবং ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার আয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

ইউনিয়ন পরিষদের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট আছে কি-না, থাকলে তার পরিমাণ কত, বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ আছে কি-না, বাজেটের বরাদ্দ বণ্টনে মহিলা প্রতিনিধিদের

অংশগ্রহণ থাকে কি-না, থাকলে কোন কোন ক্ষেত্রে, এসব বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা হয়। উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নের সারণি সাজানো হয়েছে।

সারণি-৯ : বাজেট, ত্রাণ ও উন্নয়ন খাতে সম্পদ বণ্টনে অংশগ্রহণ

স্তর	পরিষদে বরাদ্দকৃত বাজেট আছে কি (%)			পরিমাণ (%)			বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ আছে কি? (%)			বরাদ্দ বণ্টনে অংশগ্রহণ (%)			বরাদ্দ বণ্টনে আপনার অংশগ্রহণ (%)				
	হ্যাঁ	না	জানিনা	জানি	জানিনা	উত্তর দেননি	হ্যাঁ	না	জানিনা	থাকে	থাকেনা	উত্তর দেননি	বরাদ্দ	ক্রয় সংগ্রহ	বিতরণ	একাধিক	উত্তর দেননি
ইউনিয়ন পরিষদ	৬৮.৮৮	১৭.৭৭	১৩.৩৩	৪৪.৪৪	৪৬.৬৬	৯.৯৯	৬৪.৪৪	২৮.৮৮	৫.৫৫	৩৬.৬৬	৫৩.৩৩	৯.৯৯	২৮.৮৮	১১.১১	৪২.২২	১৪.৪৪	৩.৩৩

ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত বাজেট আছে কি-না, এ প্রশ্নের উত্তরে ইউনিয়ন পরিষদের উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৮.৮৮% বলেছেন আছে, ১৭.৭৭% বলেছেন নেই এবং ১৩.৩৩% জানিনা বলে উল্লেখ করেছেন।

বাজেটের পরিমাণ কত প্রসঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদের উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৪.৪৪% বলেছেন জানি, ৪৬.৬৬% বলেছেন জানিনা এবং ৯.৯৯% কোন উত্তর দেননি। বেশিরভাগ উত্তরদাতা বাজেটের পরিমাণ জানেন না। যারা জানেন বলেছেন তারা মূলতঃ আন্দাজে বলেছেন। প্রকৃত হিসাব তাদের জানা নেই।

বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ আছে কি-না প্রসঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদের উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৪.৪৪% বলেছেন হ্যাঁ, ২৮.৮৮% বলেছেন না এবং ৫.৫৫% বলেছেন জানেন না। বিভিন্ন উন্নয়ন খাত- ভিজিডি/ভিজিএফ, বন্যা বা দুর্যোগের ত্রাণ, শিক্ষা, বয়স্ক ও বিধবা ভাতা, রাস্তা-ঘাট সংস্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে চাল, গম, শাড়ি, লুঙ্গি, টিন, ঔষধ, সার, স্যানিটারী টয়লেট ইত্যাদি বরাদ্দ হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

বরাদ্দ বণ্টনে অংশগ্রহণ প্রশ্নে ইউনিয়ন পরিষদের উত্তরদাতাদের ৩৬.৬৬% বলেছেন থাকে, ৫৩.৩৩% বলেছেন থাকে না এবং ৯.৯৯ % কোন উত্তর দেননি। যারা থাকে বলেছেন তারা জানান প্রকৃত পক্ষে থাকা হয় না, নামে মাত্র থাকেন, অল্প পরিমাণ অংশগ্রহণ করেন মাত্র। বরাদ্দ বণ্টনে কোন কোন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছেন প্রশ্নে ইউনিয়ন পরিষদের উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৮.৮৮% বরাদ্দ, ১১.১১% ক্রয়/সংগ্রহ, ৪২.২২% বিতরণ, ১৪.৪৪% একাধিক উৎস এবং ৩.৩৩% কোন উত্তর দেননি।

সারণি অনুসারে বেশিরভাগ উত্তরদাতা বিতরণে অংশগ্রহণ করে থাকেন। মোট কথা বাজেটের বিভিন্ন পর্যায়ে নারী সদস্যদের যে অংশগ্রহণ থাকার কথা তা নেই। এমনকি বাজেট সম্পর্কে অনেক মহিলা সদস্যের ধারণাই নেই। অনেকে এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন না।

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যসম্পাদনে প্রতিবন্ধকতা

ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হবার পর নারী প্রতিনিধিরা কার্যসম্পাদনে বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। কি ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন প্রশ্ন করা হলে তারা বিশেষভাবে কতগুলো সমস্যার উল্লেখ করেছেন, সেগুলো নিম্নের সারণিতে দেখানো হলো-

সারণি-১০ : ইউনিয়ন পরিষদের কার্যসম্পাদনে প্রতিবন্ধকতা

সমস্যা	উত্তরদাতা (%)
১। সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কাজের তালিকার অভাব	৭৫.৫৬
২। পুরুষ সদস্যদের অসহযোগিতা	৮৩.৩৩
৩। যাতায়াত সমস্যা	৩৫.৫৬
৪। অপযাপ্ত আর্থিক সুবিধা	৬৩.৩৩
৫। উন্নয়ন প্রকল্পে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত না করা	৮২.২২
৬। নারী প্রতিনিধিদের মতামতের প্রাধান্য না দেয়া	৯১.১১
৭। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা	৪৭.৭৮
৮। পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা	৩৩.৩৩
৯। অভিজ্ঞতার অভাব	৪২.২২
১০। অপর্যাপ্ত লেখাপড়া	৬৪.৪৪
১১। নিরাপত্তার অভাব	৬৭.৭৮

উপরের সারণিতে আমরা দেখতে পাই, মহিলা সদস্যরা তাদের কার্যসম্পাদনের প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ অনেক সমস্যর কথা বলেছেন। যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো নারী প্রতিনিধিদের মতামতকে প্রাধান্য না দেয়া এবং পুরুষ সদস্যদের অসহযোগিতা যা যথাক্রমে ৯১.১১% ও ৮৩.৩৩% সদস্য উল্লেখ করেছেন। আবার ৮২.২২% ও ৭৫.৫৬% নারী সদস্য উন্নয়ন প্রকল্পে তাদের অন্তর্ভুক্ত না করা এবং সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট

কাজের তালিকা না থাকার কথা বলেছেন। এছাড়া অন্যান্য সমস্যার মধ্যে যাতায়াত সমস্যা (৩৫.৫৬), পারিবারিক সমস্যা (৩৩.৩৩%) নিরাপত্তার অভাব (৪২.২২%) অপর্যাপ্ত লেখাপড়া (৬৪.৪৪%) ও নিরাপত্তার অভাব (৬৭.৭৮%) ইত্যাদি সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন, যা তাদের সুষ্টভাবে কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যসম্পাদনে নারীদের প্রতি বৈষম্য

বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী রাজনীতি, আর্থ-সামাজিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে না। এর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো সমাজের সর্বত্র সৃষ্ট নারী-পুরুষ বৈষম্য। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন নারী-পুরুষ বৈষম্য করা হয় কি-না প্রশ্ন করা হলে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮৪.৪৪% বলেছেন বৈষম্য হয়, ৬.৬৭% বলেছেন হয় না এবং ৮.৮৯% সদস্য কোন মন্তব্য, করেননি (সারণি-১০)।

সারণি-১১ : ইউনিয়ন পরিষদের নারীদের প্রতি বৈষম্য

স্তর	হয় (%)	হয় না(%)	মন্তব্য করেনি(%)
ইউনিয়ন পরিষদ	৮৪.৪৪	৬.৬৭	৮.৮৯

কি ধরনের বৈষম্য হয় এ প্রশ্ন করা হলে, ৯৪.৭৮% উত্তরদাতা অভিযোগ করেন পুরুষসদস্যরা তাদের মতামত মূল্যায়ন করে না এবং সর্বদা নারী হিসেবে তাদেরকে অবহেলা করেন। নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য করা হয় বলে ৮৪.২১% নারী সদস্য অভিযোগ করেন। তারা বলেন পুরুষ সদস্যরা যেখানে নিয়মিত ভাতা পান, সেখানে নারী সদস্যরা নিয়মিত তো পানই না এবং মাঝে মাঝে নির্ধারিত ভাতার চেয়ে কম পেয়ে থাকেন। ৯৩.৪২% এবং ৭৮.৯৫% উত্তরদাতা উল্লেখ করেন তাদেরকে উন্নয়ন প্রকল্পের দায়িত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও আলোচনা থেকে দূরে রাখা হয়। তাদেরকে ঠিকমত সভার চিঠি এবং ত্রাণ বিতরণের দায়িত্ব দেয়া হয় না বলে উল্লেখ করেন যথাক্রমে ৫০% এবং ৯৬.০৫% নারী সদস্য। (সারণি-১২)

সারণি-১২ : বৈষম্যের ধরন

ধরন	উত্তরদাতা (%)
নারীদের প্রতি অবহেলা	৯৪.৭৪
অনিয়মিত ভাতা প্রদান	৮৪.২১
আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় না থাকা	৭৮.৯৫
উন্নয়ন প্রকল্পের দায়িত্ব না দেয়া	৯৩.৪২
ঠিকমত সভার নোটিশ প্রদান না করা	৫০.০০
ত্রাণ বিতরণের দায়িত্ব প্রদান না করা	৯৬.০৫

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার ব্যবস্থায় নারী প্রতিনিধিদের যোগ্যতা উন্নয়নের পূর্বশর্ত। প্রশিক্ষণ নারীদেরকে তাদের অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ও দক্ষ করে তোলে। ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যরা কোন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন কি-না এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি-না এ-ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে ১০০% নারী প্রতিনিধিই প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন এবং তারা সবাই "খান ফাউন্ডেশন" কর্তৃক আয়োজিত তিন দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া তারা থানা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত ১/২ দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু এগুলো প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল, তারা আরো বেশি প্রশিক্ষণ আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন বলে জানিয়েছেন।

প্রশিক্ষণের উপকারিতা কি- এ প্রশ্ন করা হলে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে দেখানো হলো:-

সারণি-১৩ : প্রশিক্ষণের উপকারিতা

উপকারিতা	উত্তরদাতা (%)
ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী সম্পর্কে ধারণা	৮০
নারী প্রতিনিধিদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন	৬৪.৪৪
গণমুখী দায়িত্বপালনে উদ্বুদ্ধকরণ	৬২.২২
নারীদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি	৪৬.৬৬
দায়িত্ব পালনে দক্ষতা বৃদ্ধি	৩৫.৫৫
নারী-বৈষম্য ও বঞ্চনা সম্পর্কে ধারণা	৭৬.৬৬
নারী-বৈষম্য ও বঞ্চনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ	৫০.৫২

উপরের সারণিতে দেখা যায় ৮০% নারী সদস্য বিশ্বাস করে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করলে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। ৬৪.৪৪% ও ৪৬.৬৬% নারী সদস্য মনে করেন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং সেই সাথে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করলে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং ইহা গণমুখী দায়িত্ব পালনে সদস্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করে বলে মনে করে যথাক্রমে ৩৫.৫৫% ও ৬২.২২ % নারী প্রতিনিধি। ৭৬.৬৬% ও ৫০.৫২% নারী প্রতিনিধি বলেন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে বৈষম্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন এবং বৈষম্য প্রতিরোধে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছেন। নারী প্রতিনিধিগণ আরো বলেছেন, পরিষদে পুরুষের পাশাপাশি সসম্মানে কাজ করতে হলে এবং নিজেদেরকে দক্ষ ও যোগ্য সদস্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই।

ঙ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ প্রতিনিধিদের সঙ্গে মহিলা প্রতিনিধিদের সম্পর্ক

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থায় (ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা) পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণের জন্য প্রথমে সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং শেষের দিকে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের দ্বারা মনোনীত হয়ে আসতেন। এ সময়ে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের সাথে মহিলা সদস্যদের সম্পর্ক ছিল দ্বন্দ্বমূলক। তখন থেকেই অভিযোগ উঠেছে- চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা নারী সদস্যদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতেন না। পুরুষ সদস্যরা পরিষদে নারী সদস্যদের অধঃস্তন অবস্থা বজায় রাখার পক্ষে কাজ করতেন। ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ও পরবর্তীতে পৌরসভা নির্বাচনের মাধ্যমে সরাসরি ভোটে মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। বর্তমান অবস্থায় পরিষদে নির্বাচিত নারী সদস্যদের সংখ্যালঘিষ্ঠতা, পরিষদে পুরুষ সদস্য ও চেয়ারম্যানের পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধজনিত কারণে নারী সদস্যদের উপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ থাকে। একজন নারী সদস্য সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যদের তুলনায় তিনগুণ বড় নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে আসায় তাদের কর্মক্ষেত্র, দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা প্রভৃতি যে কোন সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যের তুলনায় বেশি। এ কারণে নারী সদস্যরা তাদের অধিকার ও দাবীর প্রশ্ন তুললে পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যরা পুরাতন অবস্থার উদাহরণ নিয়ে মহিলাদের অধিকার ও দাবীর প্রশ্ন উপেক্ষা করে যান। পরিষদে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্য এবং পরিবারে স্বামী বা পিতা সর্বদা নারী সদস্যদের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে ক্ষমতা চর্চা করতে চান। কিন্তু নারী সদস্যরা তাদের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে চান, অপরদিকে পুরুষরা চান তাদের উপর আধিপত্য বজায় রাখতে। এভাবে অধিকার/দাবী ও আধিপত্যের প্রশ্নে নারী সদস্যদের সাথে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্য এবং পরিবারের পুরুষদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও মনোমালিন্যের জন্ম হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, নির্বাচনের সময় মহিলাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে মূলতঃ পুরুষরা। নিজেদের ইচ্ছায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে এমন নারী সদস্যের সংখ্যা নামমাত্র। পরিবারের অভিভাবক হিসেবে পিতা বা স্বামীর অনুমতি ও প্রত্যক্ষ

সহযোগিতায় মহিলাদেরকে নির্বাচনে প্রার্থী হতে হয়েছে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, নির্বাচনে ভোট প্রদানে সমাজের প্রভাবশালী ও ধর্মীয় নেতাদের দেয়া ফতোয়ার কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যখন হাজারের চেয়েও বেশি নারী ভোটার এমনকি সদস্য প্রার্থী নারীরাও তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি, তখন বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে এর কোন প্রতিকারের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। রাষ্ট্রতন্ত্র এভাবেই পুরুষতেন্ত্রর পক্ষে কাজ করে। ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন, ৮টি ইউনিয়নে ৭৩ জন নারী প্রার্থী ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ আসনে সদস্য পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করে কিন্তু গ্রামের মাতব্বরগণ নারী সদস্যগণকে সাধারণ আসনের পরিবর্তে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন করতে প্রভাবিত করলে ২৭ জন প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে, একজন নারী পুরুষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক সমাজে বিদ্যমান পুরুষতন্ত্র তা চায় না। এ কারণে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষদের ইচ্ছা এবং অনুমোদন মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। নির্বাচনী প্রচারেও পুরুষরা নারী প্রার্থীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। অথচ নির্বাচিত হবার পর নারী সদস্যদের পক্ষে তাদের স্বামী, পিতা বা শ্বশুর ক্ষমতা চর্চার সাথে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

বর্তমানে পুরুষ সদস্যরা পরিষদের বিভিন্ন সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে নারী সদস্যদের মতামত গ্রহণ করলেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষ করে যেখানে অর্থ-সংক্রান্ত বিষয় জড়িত থাকে, সেখানে মহিলা সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে চান না। প্রকল্পের দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে নারী সদস্যদের এমন সব প্রকল্প দেয়া হয় যেগুলো নির্দিষ্ট বাজেটে সুচারুভাবে সম্পন্ন করা কষ্টসাধ্য। অপরদিকে পুরুষ সদস্যরা এমন সব প্রকল্পের সভাপতি হন যেগুলো লাভজনক এবং অধিক সংখ্যক শ্রমিককে কাজ করার সুযোগ দেয়া যায় এবং শ্রমিকদের (নারী ও পুরুষ উভয়) কাজ দেবার মাধ্যমে দাতা-গ্রহীতা সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়, যা পরবর্তী নির্বাচনের সময় জিততে সাহায্য করে। আবার এ সম্পর্কের মাধ্যমেও পুরুষ সদস্যরা এলাকায় তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। অপরদিকে মহিলা সদস্যরা তাদের সংখ্যলঘিষ্ঠতা এবং সমাজ ও পরিবারে পুরুষ আধিপত্যের কারণে নিজেদের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ এলাকায় সুনাম বৃদ্ধি, জনগণের সাথে পুরুষ সদস্যদের মতো সম্পর্ক গড়তে ব্যর্থ হয়। এ কারণেও মানসিকভাবে পুরুষ সদস্য ও নারী সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরী হয় এবং একে অপরের সাথে অসহযোগিতামূলক আচরণ করে বসে।

ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা প্রতিনিধিদের সাথে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের সাথে সম্পর্ক কি রকম তা জানতে চাওয়া হয় এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক যাচাই করার লক্ষ্যে এ প্রশ্ন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নের সারণিটি সাজানো হয়েছে।

সারণি-১৪ : অন্য নারী সদস্য, চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের সার্থে সম্পর্ক

স্তর	নারী সদস্যদের সাথে সম্পর্ক (%)		চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের সাথে সম্পর্ক	
	ভালো	খারাপ	সহযোগিতামূলক	অসহযোগিতামূলক
ইউনিয়ন পরিষদ	১০০	-	৩২.২২	৬৭.৭৭

ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন এ প্রশ্নের উত্তরে ইউনিয়ন পরিষদের উত্তরদাতাদের মধ্যে ১০০% বলেছেন ভালো। ভালো বলতে বুঝিয়েছেন- যে কোন ব্যাপারে তারা পরস্পর মত বিনিময় করে সিদ্ধান্ত নেন, একই পরিষদের সদস্যরা তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে সভায় সমস্যা উপস্থাপন করেন, নিজেদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন, কারো কোন সমস্যা হলে এগিয়ে আসেন ইত্যাদি। সার্বিক চিত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে, নারী সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই ভালো।

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের সাথে মহিলা প্রতিনিধিদের সম্পর্ক কেমন? এ প্রশ্নের উত্তরে ইউনিয়ন পরিষদের উত্তরদাতার মধ্যে ৩২.২২% বলেছেন সহযোগিতামূলক এবং ৬৭.৭৭% বলেছেন অসহযোগিতামূলক। সহযোগিতামূলক বলতে উত্তরদাতারা বুঝিয়েছেন- চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা বিভিন্ন কাজে তাদের ডাকেন, সভায় কোন সমস্যা উপস্থাপন করলে মন দিয়ে শোনেন, ত্রাণ বা রিলিফের সুষম বণ্টন করেন, প্রজেক্টের কাজ ঠিকমত দেন ইত্যাদি।

অসহযোগিতামূলক বলতে তারা বুঝিয়েছেন- পুরুষ সদস্যদের অধিক গুরুত্ব দেয়া, মহিলা প্রতিনিধিদের মূল্যায়ন না করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সভায় নারী সদস্যদের উপেক্ষা, প্রাপ্য মালামাল সুষম বণ্টন না করা, সমস্যার কথা না শোনা, সমস্যার কথা শুনলেও তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ না নেয়া ইত্যাদি। চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের অসহযোগিতামূলক আচরণের ফলে নারী প্রতিনিধিগণ তাদের দায়িত্ব পালনে বাধাগ্রস্ত এবং সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছেন।

বর্তমানে এন,জি,ও কর্মীদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে নারী সদস্যদের মধ্যে কাজ করার স্পৃহা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ও জনগণকে সরকারি সম্পদ বণ্টনে সুষম অধিকার প্রদানের দাবী স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে উত্থাপন করতে দেখা যায়। এন.জি.ও কর্মকাণ্ডের ফলে নারী সদস্যদের মাঝে সচেতনতা তৈরী হচ্ছে, চেয়ারম্যান, অধিকাংশ পুরুষ সদস্যের স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিয়মের প্রতিবাদ করছে। নারী সংগঠন ও এনজিও'র বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সচেতনায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বিদ্যমান পুরুষ আধিপত্যের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকারের

প্রশ্নে নারী সদস্যদের ক্রমাগত দাবী উত্থাপনের সামর্থ তৈরী হচ্ছে। নারী সদস্যদের এ ধরনের সামর্থ্য তৈরীর পাশাপাশি সাধারণ জনগণের মাঝে নারী সদস্যদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরী করার প্রয়াস চালাচ্ছে, এর ফলে পরিষদে নারী অধিকার ও ক্ষমতা চর্চায় গুণগত পরিবর্তনের পাশাপাশি পরিবারেও নারী সদস্যদের অবস্থার ক্রমাগত ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে। পরিবারে নারীরা নিজেদের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পরিষদের কাজে দায়িত্ব পালনের সুবাদে বহির্জগতের সাথে সংযুক্ত হচ্ছেন। এনজিও কর্মীদের দ্বারা মহিলা সদস্যদের কোন কোন বিষয়ে উন্নতি ঘটলেও চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটছে না।

মূল্যায়ন

বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থায় (ইউনিয়ন পরিষদ) সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের জন্য মূলতঃ সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নাই। তাদের উপর যে সামান্য দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অর্পিত হয়েছে তা সম্পর্কে অধিকাংশ নারী প্রতিনিধি জানেন না। এবং নারী প্রতিনিধিদের জানানোর তাগিদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ প্রতিনিধিগণ অনুভবও করেন না। ফলে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিগণ দায়িত্ব পালনে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন এবং নানাভাবে সমাজের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছেন, যদিও সমাজই তাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণে ও নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতে আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলো। বাস্তবিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হলে নারী প্রতিনিধিদের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন সাপেক্ষে তাদের দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে হবে, যাতে মহিলা প্রতিনিধিগণ সুচারুরূপে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে সচেষ্ট হয়।

ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিগণ পারিবারিক ও সামাজিকভাবে উচ্চ শ্রেণীর নাগরিক নয়। এঁরা অর্ধশিক্ষিত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাগরিক। পরিষদে পুরুষ সদস্যদের সমান সুযোগ সুবিধা না পাওয়ায়, নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না পারায় এবং এলাকার নাগরিকদের দাবি-দাওয়া, চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় সমাজে তাদের অবস্থান পোক্ত নয় এবং খুব একটা সামাজিক মর্যাদারও অধিকারী নয়। ফলে সমাজে বসবাসকারী সাধারণ নারীরা এদের সম্পর্কে খুব একটা ভাল ধারণা পোষণ করে না।

বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিগণ মূলতঃ অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দান করেছেন (কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে)। এরা স্বামী বা পিতার দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হন। মহিলা জন প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালনেও তাই দেখা যায় অভিভাবক পুরুষের প্রভাব এবং অংশগ্রহণ। প্রচলিত সময়, সামাজিক বাধাগ্রস্ততা, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার নেতিবাচক প্রভাব এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও এর কারণ হতে পারে।

প্রশ্নে নারী সদস্যদের ক্রমাগত দাবী উত্থাপনের সামর্থ তৈরী হচ্ছে। নারী সদস্যদের এ ধরনের সামর্থ্য তৈরীর পাশাপাশি সাধারণ জনগণের মাঝে নারী সদস্যদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরী করার প্রয়াস চালাচ্ছে, এর ফলে পরিষদে নারী অধিকার ও ক্ষমতা চর্চায় গুণগত পরিবর্তনের পাশাপাশি পরিবারেও নারী সদস্যদের অবস্থার ক্রমাগত ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে। পরিবারে নারীরা নিজেদের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পরিষদের কাজে দায়িত্ব পালনের সুবাদে বহির্জগতের সাথে সংযুক্ত হচ্ছেন। এনজিও কর্মীদের দ্বারা মহিলা সদস্যদের কোন কোন বিষয়ে উন্নতি ঘটলেও চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটছে না।

মূল্যায়ন

বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থায় (ইউনিয়ন পরিষদ) সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের জন্য মূলতঃ সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নাই। তাদের উপর যে সামান্য দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অর্পিত হয়েছে তা সম্পর্কে অধিকাংশ নারী প্রতিনিধি জানেন না। এবং নারী প্রতিনিধিদের জানানোর তাগিদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ প্রতিনিধিগণ অনুভবও করেন না। ফলে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিগণ দায়িত্ব পালনে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন এবং নানাভাবে সমাজের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছেন, যদিও সমাজই তাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণে ও নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতে আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলো। বাস্তবিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হলে নারী প্রতিনিধিদের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন সাপেক্ষে তাদের দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে হবে, যাতে মহিলা প্রতিনিধিগণ সুচারুরূপে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে সচেষ্ট হয়।

ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিগণ পারিবারিক ও সামাজিকভাবে উচ্চ শ্রেণীর নাগরিক নয়। এঁরা অর্ধশিক্ষিত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাগরিক। পরিষদে পুরুষ সদস্যদের সমান সুযোগ সুবিধা না পাওয়ায়, নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না পারায় এবং এলাকার নাগরিকদের দাবি-দাওয়া, চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় সমাজে তাদের অবস্থান পোক্ত নয় এবং খুব একটা সামাজিক মর্যাদারও অধিকারী নয়। ফলে সমাজে বসবাসকারী সাধারণ নারীরা এদের সম্পর্কে খুব একটা ভাল ধারণা পোষণ করে না।

বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিগণ মূলতঃ অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দান করেছেন (কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে)। এরা স্বামী বা পিতার দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হন। মহিলা জন প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালনেও তাই দেখা যায় অভিভাবক পুরুষের প্রভাব এবং অংশগ্রহণ। প্রচলিত সময়, সামাজিক বাধাগ্রস্ততা, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার নেতিবাচক প্রভাব এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও এর কারণ হতে পারে।

রাজনৈতিক দলের একাগ্রতা, সহনশীলতা ও এগিয়ে না আসা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারে নারীর কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা না থাকা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ইচ্ছা ও সহানুভূতির পরিমাণ না বাড়লে স্থানীয় সরকারে নারীর বাস্তবিক ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের বিকাশ লাভ সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থার (ইউনিয়ন পরিষদ) কার্যাবলীতে মূলতঃ সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের জন্য সুস্পষ্ট কোন কার্যাবলী নির্ধারণ করে না দেয়ায় পরিষদের কার্যাবলীতে মহিলা প্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণ খুব একটা গুরুত্ব বহন করছে না। ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের পূর্বে মনোনীত হয়ে আসা মহিলা প্রতিনিধিগণ পরিষদের বিভিন্ন কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের সুযোগ আরো কম পেতেন। বর্তমানে পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণ শুরু হয়েছে এবং পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণে স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এ অংশগ্রহণের মধ্যেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। মূলতঃ বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক মূলবোধ সমাজের প্রথা ও রীতিনীতি নির্ধারণ করে। নারীর বহির্জগতে বিচরণের উপর বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমেও সমাজে পুরুষের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার প্রবণতা থেকেই পরিষদের সালিশ-বিচারে মুখ্য ভূমিকা পালন করার সুযোগ সীমিত। অবশ্য নারী ইস্যুতে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে নারী সদস্যরা সালিশ-বিচারে মুখ্য ভূমিকা পালন করার সুযোগ পান। রাষ্ট্র নারী অধিকার প্রদানের দাবীকে অগ্রাহ্য না করে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে নারী উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে স্থানীয় শাসন কাঠামোয় নারীর অংশগ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও, নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব পালনে পুরুষ কর্তৃক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, বৈষম্য সৃষ্টি ও অসহযোগিতা সম্পর্কে যে অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে তা দূর করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালনে সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্র এভাবে পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধকে লালন করছে। এর ফলে নারী অধিকার, নারী উন্নয়ন, স্থানীয় শাসন কাঠামোয় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ ইত্যাদি এজেন্ডাকে সামনে রেখে নারী প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হবে। কেননা ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের ক্ষমতায়নে রাষ্ট্র যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার আসল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং স্থানীয় প্রভাবশালী মহল, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যগণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বলে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থা হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ জনগণের খুব কাছের সংগঠন। সহজেই এই প্রতিষ্ঠানের বিষয়গুলো জনগণ জেনে ফেলে। এ প্রতিষ্ঠানটির বেশিরভাগ কার্যক্রম গোপন থাকে না। মহিলাদের ক্ষমতা চর্চা, সুযোগ-সুবিধা ভোগ, কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের যে টানাপোড়েন তা মুলতঃ পরিষদের প্রতি জনগণের আকাঙ্খা পূরণে বাধাগ্রস্ত করছে। দীর্ঘদিন ধরে ক্রমবিকাশমান আজকের এই ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্য-পুরুষ সদস্যদের মধ্যকার দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠানটিকে কার্যকরভাবে

দুর্বল করে রেখেছে। মহিলাদের প্রতি পুরুষ সদস্যদের যে আচরণ ও মনোভাব বিরাজমান তার ফলে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। নারী ও পুরুষ সদস্যদের যৌথ কর্মকাণ্ডের ফলে একটি জবাবদিহিমূলক শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কাঠামো গড়ে উঠে। এ ধরনের একটি শক্তিশালী কাঠামো গড়ে তোলার প্রতি সরকারের যে উদ্যোগ তা অনেকখানি দুর্বল করে দিচ্ছে মহিলা সদস্যদের প্রতি পুরুষ সদস্য ও চেয়ারম্যানদের বিরূপ ও অসহযোগিতামূলক মনোভাব। নারী-সদস্যদের সম্পর্কে বিরাজমান পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ পরিবর্তন করা সম্ভব না হলে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার বিকাশ সম্ভব নয়।

সুপারিশ

প্রশ্নমালার উত্তরদাতাদের কাছ থেকে গৃহীত তথ্যের ফলাফল বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বেশ কিছু সমস্যা উঠে এসেছে। প্রাপ্ত সমস্যাসমূহের আলোকে ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বিকাশে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হলো :

১. ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। এই সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারকে সুনির্দিষ্টি ও সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে যেন মহিলা প্রতিনিধিগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকে।

২. মহিলা প্রতিনিধিদের যে ভাতা/ মাসোহারা দেয়া হয় তার পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং নিয়মিত দিতে হবে। কারণ বর্তমানে যে ভাতা/ মাসোহারা প্রদান করা হয় তা জীবনযাত্রার ব্যায়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মহিলা সদস্যরা জানিয়েছেন। এই অল্প ভাতার কারণে তারা আর্থিকভাবে মানসিক চাপের মুখে থাকেন বলে ইউপি'র কাজে আগ্রহী হয়ে উঠছেন না।

৩. ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার কাঠামোয় তিনজন মহিলা প্রতিনিধির যে ব্যবস্থা রয়েছে তার সংখ্যা বাড়াতে হবে। কেননা একজন মহিলা প্রতিনিধির পক্ষে তিনটি ওয়ার্ডের মত বৃহৎ এলাকার জনগণের সমস্যা, সুযোগ-সুবিধা, মহিলা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনাসহ সকল কিছু দেখাশুনা করা সম্ভব নয়।

৪. সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত সদস্য হিসেবে নিজ নিজ এলাকা, এলাকার বিদ্যমান সমস্যা, নারীদের উন্নয়নকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ প্রভৃতি বিষয়ে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার ব্যবস্থা করা এবং এ সম্পর্কিত বই, লিফলেট, সুভেনির ও পোষ্টার সরবরাহ করতে হবে।

৫. নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের দক্ষতা, সচেতনতা বৃদ্ধি ও এলাকায় বসবাসকারী নারীদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ততায় আগ্রহীসহ নারী উন্নয়নমূলক কাজে প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নারী সংগঠনসমূহকে এগিয়ে আসতে হবে।

পাশাপাশি নির্বাচনের প্রাক্কালে নারী সংগঠন ও এনজিওসমূহকে যোগ্য ও দক্ষ নারী প্রতিনিধি বাছাইয়ে সাধারণ ভোটারদের সহযোগিতা করতে হবে।

৬. প্রার্থীদের নির্বাচনকালীন ব্যয়ের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

৭. শিক্ষিত ও সচ্ছল পরিবার থেকে মহিলাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

৮. নারী সদস্যদের নির্বাচনপূর্বকালীন দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিতে হবে। সরকারকে নারী সদস্যদের কোটা সিস্টেম বা বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৯. মহিলা সদস্যগণ প্রতিকূল পরিবেশে পরিষদের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে। এই প্রতিকূল পরিবেশ পরিবর্তন করতে হবে।

১০. চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা অযথা নারী সদস্যদের কাজে হস্তক্ষেপ করে। নারী সদস্যদের কাজে যেন চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা হস্তক্ষেপ করতে না পারে সেদিকে সরকারকে নজর দিতে হবে এবং এ সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন করতে হবে।

১১. মহিলা প্রতিনিধিরা পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধার কারণে স্বাধীনভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে না। এ সকল বাধা দূর করতে সকল নাগরিককে উদ্বুদ্ধ করতে সরকারি পদক্ষেপ নিতে হবে।

১২. পরিষদের নারী সদস্যদের দায়িত্ব/কাজের চিঠিপত্র সরাসরি নারী সদস্যদের হাতে পৌছানোর ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে।

১৩. সরকারকে নারী সদস্যদের ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে যাতায়াতের জন্যে সরকারিভাবে স্বতন্ত্র যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি নারী সদস্যদের উত্থাপিত সমস্যাকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এবং সরকারিভাবে নারীদের উত্থাপিত সমস্যাগুলোকে গুরুত্বসহকারে দেখা ও সমাধান করার নিয়ম করতে হবে। এক্ষেত্রে নারী সদস্যদের বিভিন্ন সাব-কমিটির সভাপতি করা এবং বাধ্যতামূলকভাবে নারী সভাপতির মতামতকে গুরুত্ব দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫. ইউনিয়ন পরিষদের সকল সভায় মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া।

১৬. ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ও মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭. ইউনিয়ন পরিষদের বিচারমূলক কার্যক্রমে চেয়ারম্যান, পুরুষ সদস্য ও নারী সদস্যদের মধ্যে বিরাজমান অসহযোগিতা ও দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক অবসানের লক্ষ্যে ওয়ার্কসপ ও নেটওয়ার্কিং এর ব্যবস্থা করা।

১৮. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগে চেয়ারম্যান, পুরুষ সদস্য ও নারী সদস্যদের মধ্যে বিরাজমান অসহযোগিতা ও দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক অবসানের লক্ষ্যে ওয়ার্কশপ ও নেটওয়ার্কিং এর ব্যবস্থা করা।

১৯. ত্রাণ ও উন্নয়নমূলক বরাদ্দ বণ্টন, ভিজিডি, ভিজিএফ ইত্যাদি বণ্টনে মহিলা সদস্যদের পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এবং এসকল বরাদ্দ বণ্টনে নারী সদস্য ও পুরুষ সদস্যদের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্য দূর করতে হবে।

২০. ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট সম্পর্কে ধারণা ও বাজেট সম্পর্কিত আলোচনায় মহিলা প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

References:

Ahmed, A.J. Minhaj Uddin (1988). Local government in Action- A Case Study of Mirzapur Union Parishad, Rural Development Academy, Bogra.

Ahmed, Aftabuddin and Qadir, Sayeda Rowshan (1994). Role and function of Women Members of Union Parishad : Problems and Potentials, Rural Development Academy, Bogra.

Ahmed, Tofail and Quader, abdul (1993). Local Government at the Grass-roots : Some Recommendations for Structural Reorganisation, BARD, Comilla.

Alam B.A. (1985) Women's Participation in Local Government in Bangladesh, Centere for Women and Development, Dhaka.

Alam B.A. and R.A., Begum (1979) Volilence and The Unoon Parishad Leadership, A few Statistics" Local Government Quarterly. Vol. 8 No. 1.

Alam, Bilquis Ara (1984). Women Participation in Local Government in Bangladesh. The Journal of Local government, vol-13, No-2.

Choudhury, Masuda M. Rashid (1996). The emerging role of women Entrepreneurs as leaders in the socio-economic development of Rural Bangladesh, paper presented in international Seminar held in MIDS, chennai, Tamilnadu on December.

Chowdhury, Najma (1994). "Women in Politics", Empowerment, Vol. 1, 1994.

Goswami, Arun Kumar (1998). Empowerment of women in Bangladesh. Empowerment, A Journal of women for women, Dhaka.

Government of the People's Republic of Bangladesh (1991). The Constitution of the People's Republic of Bangladesh (As modified upto 1991).

Huq, Jahanara (1981) Status of Women as Related to Socio-economic Development in Bangladesh- a paper presented in an international Seminar on Women in Development in Asia, held in Dhaka.

Huq, Mufazzal and Khan, Zarina Rahman (1995), Women and Politics : Empowerment Issues, A Seminar Report of Women for Women.

Hussain, Shirin and (1996). The Union Parishad : A Study on its Role in Development Administration, BARD, Comilla.

Islam, Md. Azharul and (1992), Union Parishad Training Manual (in Bengali), NILG, Dhaka.

Julia, Moin (2003). Participation and Empowerment of Women in the Local Government System in Bangladesh, PhD. Dheis

Kabir, Farah, (1995). Women in Electoral politics, The Bangladesh Observer, July 15, 1995.

Karl, Marilee, (1995). Women and Empowerment- Participation and Decision Making. Landon : Zed Books Ltd.

Karlekar, Malavika. (1993). Gender/ women's studies: Voices from within; Early personal Narratives of Bengali women; Oxford University Press, New Delhi, India.

Khan, M. Mohabbat (1991), "Critical Issues in the Selection Process of Local Leaders in Rural Bangladesh", The Journal of Local Government , Vol. 20, No. 1.

Khan, S.D. (1959). Note on Re-organisation of Local Bodies in the province, East Pakistan Government press Dhaka.

Mishra, Sweta; Mishra, S.N. (1995). Women and Political Process in India, Kurukshetra, vol. XL ITI No. 11.

Qadir, Sayeda Rowshan (1993). Participation of Women in Politics and Administration, The Journal of Local Government, National Institute of Local Government, July-december, 1993.

Qadir, Sayeda Rowshan and et al (1991). " Socio Economic and political Background of good Union Parishad's Chairmen and their opinion about Problems and prospects" (in Bengali), The Journal of Local Government, Vol. 20, No. 1.

Qadir, Sayeda Rowshan and Islam, Mahmuda (1987). "Women Representatives at the union Level as change Agent of Development", Women for Women, Dhaka.

Rashiduzzaman, M. (1964) politics and Administration in the Local Councils : A Study of Unin and District Councils in East Pakistan. Oxford University Press.

Siddidqui, Kamal (ed) (1995). Local Government in Bangladesh, University Press Limited, Dhaka.

United Nations Development Programme (1993). Human Development Report 1993, Oxford University Press, USA.

মিয়া, ছিদ্দিকুর রহমান (১৯৯৮), ইউনিয়ন পরিষদ আইনও বিধিমালা, ১৯৮৩ এবং গ্রাম পষিদ আইন, ১৯৯৭ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আইন (১৯৯৮ সনের মার্চ পর্যন্ত সংশোধিত), ঢাকাঃ বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, ১৯৯৮ ।

ডি. ও. নং প্রজেই- ৩/বিবিধ-৬/৯৮/৫৮৯ (২০০০), সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তারিখ ১৮-১০-১৯৯৮ ।

ডি. ও. নং প্রজেই- ৩/বিবিধ-৬/৯৮/৫৮৯ (২০০০), হোসেন, কাজী মৌসুমীও অন্যান্য (গবেষণা পরিচালনা), উপকূলীয় নারীদের ক্ষমতায়নে ইউপি নারী সদস্যদের ভূমিকাঃ সমস্যাও সম্ভাবনা (গবেষণা প্রতিবেদন), ঢাকাঃ ম্যাস্ -লাইন মিডিয়া সেন্টার, ডিসেম্বর, ২০০০ ।

হক, মোজাম্মেল ও মহিউদ্দিন, কে.এম.(২০০০), ইউনিয়ন পরিষদে নারীঃ পবির্তন শীল ধারা, ঢাকাঃ বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ।

কর্মশালা প্রতিবেদনঃ (১৯৯৫), বাংলাদেশের গ্রামীণ তৃণমূল মহিলাদের দৃষ্টিতে নারী মতায়ন, ঢাকাঃ উইমেন ফর উইমেন ।

ইউনিয়ন পরিষদের মৌলিক বিষয় (১৯৯৯), ঢাকাঃ জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট ।

স্থানীয় সরকার(ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩, (১৯৯৮ সনের মার্চ পর্যন্ত সংশোধিত), ঢাকাঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

খান, জরিনা রহমান (১৯৯০),'বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রতিষ্ঠানিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক/ প্রশাসনিক সংস্থায় অংশগ্রহণ', ঠাকুরতা, মেঘনা গুহ ও বেগম, সুরাইয়া (সম্পাদিত), নারী ঃ রাষ্ট্র, উন্নয়ন ও মতাদর্শ, ঢাকাঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

কাদির, সৈয়দ রওশন (১৯৯৯),'স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের ভূমিকা ও কার্যাবলী', সালাউদ্দিন, ডঃ খালেদা ও বেগম, ডঃ হামিদা আখতার (সম্পাদিত), স্থানীয় সরকারও নারী সদস্যঃ ইউনয়ন পরিষদ, ঢাকাঃ উইমেন- ফর উইমেন ।

হোসেইন, নাসিম (১৯৯০), 'নারীদের অধঃস্তনতা ও বাংলাদেশের সমাজ' নারী ঃ রাষ্ট্র, উন্নয়ন ও মতাদর্শ, ঠাকুরতা, মেঘনা গুহ ও বেগম, সুরাইয়া (সম্পাদিত), ঢাকাঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

হোসেন, মোহাম্মদ আকবর (১৯৯৩), 'আত্মীয়তাও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোঃ সম্পর্ক ও ভূমিকা', সামাজিক উন্নয়ন জার্নাল , সংখ্যা-১, জানুয়ারী ।

রহমান, মোঃ মকসুদুর (১৯৯৩), বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, রাজশাহীঃ রাজশাহী বিশ্বাবিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ।